প্রথম আলো

13 DEC 2005

মাত্র ৩৩ শিক্ষার্থী নিয়ে চলছে কুড়ারবাজার সরকারি কলেজ

সাত্তার আহমদ, *বিয়ানীবাজার (সিলেট)*

বিয়ানীবাজার উপজেলার কুড়ারবাজার সরকারি কলেজের দূরত্বে সাদা একতলা ও হলুদ রঙের নজরকাড়া তিনটি ভবন দৃষ্টি প্রায় পরিত্যক্তই বলা চলে। বাইরে থেকে এটিকে একটি আদর্শ বিদ্যাপীঠ মনে হলেও ৪০ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ ভবনগুলো এখন ছাত্রশূন্য। গত বুধবার বেলা সাড়ে ১১টায় সরেজমিন ওই কলেজে গিয়ে দেখা যায়, মাত্র তিনজন ছাত্রী ও একজন ছাত্র ঘুরছে ক্লাসে।

কুড়ারবাজার সরকারি কলেজ স্থাপিত হয় ১৯৯৬ সালে। নদীবিধৌত ওই এলাকার মানুষের কথা চিন্তা করে সরকার ৪০ লাখ টাকা ব্যয়ে ভবনগুলো তৈরি করে। জানা গেছে, এ বছর মাত্র ১৩ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছে। কলেজের একাদশ শ্রেণীর দ্বিতীয় বর্ষে আছে আরো ২০ জন শিক্ষার্থী। ৩৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে চারজন ছাত্র ও বাকি সব ছাত্রী। কলেজে শিক্ষক আছেন অধ্যক্ষসহ সাতজন। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অনুপাত ৫ :১।

কলেজের দুটি ভবনে অফিসসহ ক্লাস রুমের সংখ্যা ২৬টি। এমপিওভুক্ত কলেজে শিক্ষকের বেতনের শতকরা ৯০ ভাগ সরকার বহন করায় সরকারি কোষাগার থেকে বছরে ব্যয়ে ৪ লাখ টাকা ব্যয় হয়। কিন্তু সেই অনুপাতে লেখাপড়ার মান খুবই খারাপ। গত বছর এইচএসসি পরীক্ষায় ৩২ জনের মধ্যে কৃতকার্য হয়েছে ১৫ জন। স্যাররা নিয়মিত আসেন না। লেখাপড়া হয় না বলে তারাও ক্লাসে আসেন না—এমন অভিযোগ শিক্ষার্থীদের।

শিক্ষক তাজউদ্দিন বলেন, 'আমার বাসা সিলেট থাকায় সপ্তাহে তিন দিন কলেজে আসি। পুণের বিয়ানীবাজার সরকারি কলেজে অবাধে ভর্তির সুযোগ দেওয়ায় আমাদের কলেজে ভর্তির হার খুবই কম। তবে তিনি আশাবাদী কলেজের অবস্থার উন্নতি হবে। অধ্যক্ষ আজিম উদ্দিন বলেন, 'আমাদের অবকাঠামোগত কোনো সমস্যা নেই। একটাই সমস্যা—শিক্ষার্থী কম। শিক্ষার্থী বাড়ানোর জন্য আমরা চেষ্টা করছি।'

সরকারি নিয়ম অনুযায়ী একটি কলেজে ন্যূনতম ৩০ জন ছাত্র ভর্তি হতে হয় এবং সেই অনুপাতে দুটি ক্লাসে তমপক্ষে ৬০ জন শিক্ষার্থী থাকার কথা। এ বিষয়ে যোগাযোগ করা হলে কুড়ারবাজার কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আবদুল জলীম বলেন, 'আগে এ কলেজের অবস্থা এত খারাপ ছিল না। তবে বর্তমান এ অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হলে শিক্ষকসহ এলাকাবাসীকে আরো সচেতন হতে হবে।'